না জ রা না

'জান্নাতের যত সবুজ পাখি'

সর্বাঙ্গে রক্তিম সৌরভ মেখে মুক্তির আনন্দে যারা ধুলোয় গড়াগড়ি খায় আর নিমিষেই পালিয়ে যায় অনন্ত জীবনের সীমানায়; বাসা বাঁধে আরশে আজিমের সুশীতল ছায়ায়; ডানা মেলে ফিরদাওসের মুক্ত আঙিনায়—যেখানে দোল খায় ফলভারে আনত চিরহরিৎ বৃক্ষের পল্লবিত শাখা; কুলকুল রবে বয়ে যায় দুধের নদী, মধুর স্রোতস্বিনী।'

'পাখি হতাম যদি'

– হাবীবুল্লাহ মিসবাহ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، فَجَعَلَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا، وَجَعَلَ فِيْهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَفَجِّرْ لَهُمْ يَنَابِيْعَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ تَفْجِيْرًا

হাজার বছর আগে সুদূর আরবের ঊষর মরুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক মহামানব—মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ। দীর্ঘ ৬৩ বছরের সোনালি জীবনে তিনি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আলোর পয়গাম; পথহারা উদ্বাস্তু মানবজাতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাস্তুভিটায় ফেরার অমূল্য মানচিত্র—কুরআনুল কারিম; আর এই মানচিত্রের ব্যাখ্যামূলক পথ-নকশা—পবিত্র সুন্নাহ। ২৩ বছরের নিরলস সাধনায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক মহিমান্বিত কাফেলা—সাহাবায়ে কিরাম। প্রতিটি যুগে এই কাফেলার পদচিহ্ন অনুসরণ করে যাত্রা করেছে আরও অগণিত কাফেলা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসেছে; কাফেলার পর কাফেলা সেজেছে। পূর্বসূরি কাফেলার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথ চলেছে উত্তরসূরি কাফেলা—জীবনের মরুভূমি পাড়ি দিয়ে যাত্রা করেছে আপন দেশে।

সবাই জানে এসব কাফেলার সর্দার মুহাম্মাদুর রাসুল ﷺ। তিনিই ঠিকানাহীন মানবতাকে দেখিয়েছেন ঘরে ফেরার পথ; মহাকালের তিনিই মহানায়ক—জান্নাতগামী এই উম্মাহর তিনিই পথপ্রদর্শক। তাই কাফেলার প্রতিটি মুমিন তাদের এই মহান নেতার জন্য উৎসর্গিত; তাঁর উম্মত হওয়ার গৌরবে উচ্ছ্বসিত।

মুমিনের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত পাপড়ি মেলে ভালোবাসার বাহারি ফুল; রূপ-রস-গন্ধে কানায় কানায় ভরে থাকে তাঁর জীবন-কানন। এই ভালোবাসা মরুর দুলাল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য; হৃদয়ের বাদশাহ প্রিয় আহমাদ ﷺ-এর জন্য।

প্রিয় নবির এই ভালোবাসা একজন মুমিনের ইমান—তার দ্বীন-দুনিয়ার সুখ ও সাফল্যের জামিন। এই ভালোবাসা তার হৃদয়ের আলো—তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতার চেয়ে, তার সন্তানের চেয়ে এমনকি সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।'[১]

মুমিনের হৃদয়ে যখন দানা বাঁধে প্রিয় নবির ভালোবাসা, তখন সে তাঁকে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে : তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁর আচরণ কেমন ছিল, তাঁর চলাফেরা কেমন ছিল, তাঁর জীবন ও জীবনদর্শন কেমন ছিল। কথায় আছে, (مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ) 'মানুষ প্রিয়জনের কথাই বেশি বলে।' আর প্রিয় নবি ﷺ-কে জানার উপায় হলো তাঁর সিরাত। তাই মুমিন মাত্রই সিরাতুন্নবির মনোযোগী পাঠক।

***

সুন্নাহর অনুসরণ প্রিয় নবি ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ—এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনকেও ভালোবাসার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ﴾

'(হে নবি,) আপনি বলে দিন, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।"'[২]

---

১. সহিহুল বুখারি : ২৫।
২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৩১।

তাই মুমিনের হৃদয়ে যখন ফোটে নবিপ্রেমের জান্নাতি পুষ্প, সুন্নাহর সৌরভে ঝলমল করে ওঠে তাঁর জীবন। সে তখন হয়ে ওঠে প্রিয়তম মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্মল প্রতিচ্ছবি। সে যখন বলে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই বলে; যখন চলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই চলে। যখন খাবার খায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই খায়; যখন ঘুমায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো করেই ঘুমায়। মুখাবয়বে তার আলো ছড়ায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর পৌরুষদীপ্ত দাড়ি আর দেহজুড়ে শোভা পায় মুহাম্মাদের জুব্বা-পাগড়ি। এককথায় সে সুন্নাহকেই বানিয়ে নেয় জিন্দেগির মানহাজ।

***

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহই মানবজীবনের সাফল্য ও কামিয়াবির একমাত্র পথ। আর সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে যেতে হবে সিরাতুন্নবির আলোকিত পাঠশালায়।

প্রিয় ভাই ও বোন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জীবন ও তাঁর সুন্নাহ সম্পর্কে জানার লক্ষ্যেই আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন—'সিরাত-কাননের মুঠো মুঠো সৌরভ'

***

প্রথমে বইটির সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই। এটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমরবিদ ও সিরাত-বিশারদ শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব ﷺ। শাইখকে নিয়ে আমরা বইয়ের শুরুতে আলাদা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সিরাতটির মূল আরবি নাম (وَمَضَاتٌ مِنْ نُوْرِ الْمُصْطَفٰى)। বইটির বিন্যাস প্রচলিত সিরাতগ্রন্থ থেকে একেবারেই আলাদা। শাইখ এখানে সিরাতশাস্ত্রের অনেকগুলো শাখার সারনির্যাস নিয়ে এসেছেন। তাই সিরাত পাঠের ভূমিকা হিসেবে বইটি বেশ উপযোগী মনে হয়। যারা দীর্ঘ পরিসরের সিরাত পড়ার পূর্বে গোটা সিরাতকে একনজরে দেখে নিতে চান, আমরা বলব, তাদের জন্য বইটি চমৎকার এক উপহার।

বইয়ের শুরুতেই লেখক জুড়ে দিয়েছেন সারগর্ভ এক ভূমিকা, যেখানে তিনি পুরো সিরাতের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। ভূমিকার পর প্রথম

অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম থেকে অফাত পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপন করেছেন এক অভিনব পদ্ধতিতে—যাতে স্বল্প পরিসরেও পাওয়া যায় পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির ছাপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ। এই দুটি অধ্যায় যেন 'আশ-শামাইলুন নাবাবিয়্যাহর' সারনির্যাস। চতুর্থ অধ্যায়ে এসেছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এক সারগর্ভ আলোচনা—যা পাঠককে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর (نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ) পরিচয়টির স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য করবে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, প্রজন্ম বিনির্মাণে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মানহাজ নিয়ে। সাতটি সংক্ষিপ্ত দরসে তিনি নববি তারবিয়াহর একাধিক মূলনীতি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বইটির উপসংহারটিই বোধহয় সর্বাধিক তাৎপর্যময়। উপসংহারে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিজয়ের কারণ ও উপকরণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের সামরিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অনন্য ছাপ ফুটে উঠেছে এই আলোচনাগুলোতে। পঞ্চম অধ্যায় ও উপসংহার ফিকহুস সিরাহর অন্তর্গত। পাঠক এই দুটি অধ্যায়ে জানতে পারবেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাংগঠনিক ও জিহাদি জীবনের বেশ কিছু মূলনীতি নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এক পর্যালোচনা। এভাবে বইটিতে উঠে এসেছে সিরাতশাস্ত্রের একাধিক শাখার সারনির্যাস। সব মিলিয়ে 'সিরাত-কাননের মুঠো মুঠো সৌরভ' বাংলা সিরাত-সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন বলে আমরা মনে করি।

***

এবার বইটির অনুবাদ ও পরিমার্জন প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করি। আমরা বইটি নিছক অনুবাদ করেছি বিষয়টি এমন নয়—বইটির যুগোপযোগী বিন্যাস ও আলোচনার সমৃদ্ধির দিকেও আমরা মনোযোগ দিয়েছি। বইয়ে উল্লেখিত নসগুলোর তাখরিজ ও মান নির্ণয়, তথ্যগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই, প্রয়োজনে ব্যাখ্যামূলক টীকা সংযোজন ইত্যাদির দিকেও ছিল আমাদের সতর্ক দৃষ্টি। এই কাজগুলো করতে গিয়ে আমাদের অনেক সংযোজন-বিয়োজন করতে হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব :

- কুরআনের আয়াতগুলোর পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।
- হাদিসগুলোর উদ্ধৃতি সংযোজন ও মান যাচাই করা হয়েছে। অতি দুর্বল ও জাল হাদিসগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।
- সিরাতের মূল উৎসগ্রন্থগুলো সামনে রেখে তথ্যগুলো যাচাই করা হয়েছে এবং তথ্যবিভ্রাটগুলো সংশোধন করা হয়েছে। অধিক বিশুদ্ধ ভিন্নমত থাকলে টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রথম অধ্যায়ের শেষে 'একনজরে সিরাত' নামে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক আলোচনাটিকে নতুন করে বিন্যাস করা হয়েছে এবং আলোচনাটি সমৃদ্ধ করার তাগিদে বিশুদ্ধ উৎস থেকে অনেক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং শেষে 'একনজরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য' নামে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে—যাতে পুরো অধ্যায়ের সারনির্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক আলোচনাটিকে বিন্যস্ত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ উৎস থেকে বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে এবং অধ্যায়ের শেষে 'একনজরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' নামে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে জিহাদের পরিচিতি বিষয়ক একটি ছোট্ট পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুরআনের আয়াতগুলোকে খানিকটা বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সংযোজন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বেশ কয়েকটি মওজু ও জয়িফ জিদ্দা হাদিস বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তার বদলে সহিহ হাদিস সংযোজন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিছু কিছু বিষয়কেও ঈষৎ পরিমার্জিত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন জায়গায় ব্যাখ্যা ও সংশয়-নিরসনমূলক টীকা সংযোজিত হয়েছে।
- অধ্যায়গুলোর শুরুতে কিছু নুসুস ও বাণী সংযোজন করা হয়েছে।

***

প্রিয় নবি ﷺ-এর সিরাত নিয়ে কাজ করার আশা আমার বহু দিনের। অবশেষে দয়াময় মালিক তাঁর তুচ্ছ এক বান্দার তামান্না পূরণ করলেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ আওয়ালান ওয়া আখিরান।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো ধরনের পরামর্শ, সংশোধনী ও সমালোচনা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের এই টুটাফাটা আমলকে নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন, আমাদের সবার অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করেন এবং খাইরুল ওয়ারা ﷺ-এর সিরাত নিয়ে আমাদের এই দুর্বল মেহনতকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন।

দোয়া কামনায়
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ
২৪ নভেম্বর, ২০২০ ইসায়ি

প্রখ্যাত গবেষক, ঐতিহাসিক, সমরবিদ
মাহমুদ শীত খাত্তাব ﵀-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব জন্মেছিলেন ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ে; চারদিকে তখন উত্থান-পতনের ফেনিল জোয়ার—বাঁধভাঙার গগনবিদারি আওয়াজ। তাই দুনিয়া-কাঁপানো অনেক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছেন তিনি। ১৯১৯ সালে উত্তর ইরাকের মসুল শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা দুজনই আরব। পিতার দিক দিয়ে তিনি সাইয়িদুনা হাসান বিন আলি ﵁-এর বংশধর। তাঁর মা মুসেলের বিখ্যাত আলিম শাইখ মুস্তফা বিন খালিলের মেয়ে।

তার জন্মের কয়েক মাস পর তার দ্বিতীয় আরেকটি ভাইয়ের জন্ম হয়। ফলে এক বছরের মাথায় তিনি মায়ের কোল হারান—প্রতিপালিত হন তার দাদির কোলে। দাদি ছিলেন একজন দ্বীনদার পরহেজগার তাহাজ্জুদগুজার পুণ্যবতী নারী। তার মুবারক হাতেই তিনি তরবিয়ত লাভ করেন।

শৈশবেই তিনি কুরআন হিফজ করেন। তারপর মুসেলেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেন। মুসেলের মসজিদে শাইখদের দরসগুলোতে তিনি নিয়মিত বসতেন। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি আরবি ভাষা ও শরিয়াহর ইলম অর্জন করেন।

যুবক মাহমুদ চেয়েছিলেন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবেন। কিন্তু নিয়তি এসে তার নিয়তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাকে ভর্তি হতে হয় সামরিক কলেজে। ঘুরে যায় তার পড়াশোনার মোড়। এভাবেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি হয়ে ওঠেন সামরিক বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল আর মুসলিম উম্মাহ লাভ করে একজন প্রতিভাবান সমরবিদ, ঐতিহাসিক ও সিরাত-গবেষক।

সমরশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ইলম অর্জনের পিপাসা

তাকে পৌঁছে দেয় এক অনন্য উচ্চতায়। সমরশাস্ত্রের মতো তিনি ইতিহাস, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও ইসলামি শরিয়াহয়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি জামিয়া আজহারের ইসলামি গবেষণা বোর্ড, জর্দান ও দামেশকের আরবি ভাষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আরবি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। আরব-বিশ্বের বিখ্যাত অনেক রেডিও ও টিভি চ্যানেলে তিনি সিরাত, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন।

তার সব পরিচয় ছাপিয়ে তার লেখক ও গবেষক পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠে। তার লেখা ও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, সিরাতুন্নবি ﷺ, সাহাবিদের জীবনী, ইসলামের বিজয়-যুগের ইতিহাস, ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের জীবনী, তাদের যুদ্ধকৌশল, ইসলামি সমরশাস্ত্র, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ইসরাইলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- আর-রাসুলুল কায়িদ।
- আস-সিদ্দিকুল কায়িদ।
- আল-ফারুকুল কায়িদ।
- কাদাতুন নাবি ﷺ।
- কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাজিরাহ।
- কাদাতু ফাতহি ফারিস।
- কাদাতু ফাতহি বিলাদিশ শাম ওয়া মিসর।
- আল-আসকারিয়াতুল ইসরাইলিয়্যাহ।
- বাইনাল আকিদাতি ওয়াল কিয়াদাহ।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাবের রচনাবলি ইসলামি কুতুবখানার অনেক বড় একটি শূন্যতা পূরণ করেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের বড় বড়

সেনাপতিদের যুদ্ধের ইতিহাস ও তাঁদের সমরকৌশল নিয়ে তার মতো বিশ্লেষণ ও গবেষণানির্ভর রচনা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি বললেই চলে।

বিভিন্ন ইসলামি সম্মেলন ও সেমিনারে তিনি আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করতেন। আরব-আজমের বড় বড় আলিমদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-সহ অনেক বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের সঙ্গে তিনি জেলে গিয়ে দেখা করেন। সাইয়িদ কুতুব ﵀-কে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য তাদবির করেন।

এত স্বল্প পরিসরে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মমুখর জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি কলমের টানে যতটুকু এসেছে, যে কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে লিখেছি। তার জীবনী নিয়ে ছোটবড় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমি পাঠক ভাইদেরকে সংক্ষেপে তাকে জানার জন্য তার ছাত্র আব্দুল্লাহ মাহমুদ রচিত (اللّوّاء الركن محمود شيت خطاب المجاهد الذي يحمل سيفه في كتبه) নামের বইটি পড়ার পরামর্শ দেবো।

শাইখ মাহমুদ শীত খাত্তাব ১৯৯৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান পরপারে। আল্লাহ তাআলা এই মহান মনীষীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। (আমিন)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের নেতা, আমাদের সর্দার, আমাদের আদর্শ, আমাদের রাহবার, আমাদের পথপ্রদর্শক। তাই সিরাত অধ্যয়ন এবং সুন্নাহর অনুসরণই যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি...

তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রিয় নবি ﷺ-এর সুরভিত সিরাতের চর্চা করা অতীব জরুরি—চাই সে রাজা হোক বা প্রজা, নেতা হোক বা কর্মী, আলিম হোক বা জাহিল, ধনী হোক বা গরিব, সেনাপতি হোক কিংবা সাধারণ সৈনিক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক সিরাত শুধু যে আপনার বোধবুদ্ধিকে সংহত করে তা নয়; বরং আপনার হৃদয়কেও ছুঁয়ে যায়। প্রতিটি অধ্যয়নকারীই সিরাত থেকে উপকৃত হয়। তাঁর কাজকর্ম ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত; তাঁর কথাবার্তা কুরআনুল হাকিমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ; তাঁর আচার-ব্যবহার কুরআনেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি; তাঁর মানহাজ ও কর্মপদ্ধতিই সকল যুগের দায়িদের চলার পথ।

সিরাতের সঙ্গে আমার সখ্যতা সেই শৈশব থেকেই; তাই কচি বয়সেই আমার মনোজগতে সিরাতের গভীর ছাপ পড়ে।

এই বইয়ে আমরা খণ্ডচিত্রে সিরাত সংকলন করার প্রয়াস পেয়েছি; তবে টুকরো দৃশ্যে রচিত হলেও এতে পাঠক পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির স্বাদ পাবেন। আলিম-জাহিল, ছাত্র-শিক্ষক সবাই এই পুস্তিকা থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবেন। এমনকি দায়িরাও জোগাড় করতে পারবেন তাদের দাওয়াহ-প্রকল্পের প্রয়োজনীয় রসদ।

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই ছোট্ট বইটি থেকে পাঠকদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন এবং আমাদের ছোট্ট এই আমলটিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য। সালাত ও সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবি ﷺ-এর ওপর, যিনি আমার সর্দার, আমার মনিব, সকল নেতার সর্দার, সকল সর্দারের নেতা, সাহসীদেরও যিনি সাহসী, বীরদেরও যিনি বীর, সকল মুজাহিদের যিনি ইমাম, সৌভাগ্যবান নেককারদের যিনি পথপ্রদর্শক।

ইসলামের বিজয়ের জন্য লড়াইরত সকল মুজাহিদ সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। দ্বীনের বুদ্ধিবৃত্তিক সীমান্তের প্রহরায় নিয়োজিত সকল সেনাকমান্ডার ও সৈনিককে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আরবি ভাষা চর্চার মাধ্যমে, ইসলামি আকিদার প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়িমের মাধ্যমে যারা কুরআনের খিদমতে ব্যাপৃত আছেন, তাদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

- মাহমুদ শীত খাত্তাব
১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

ভূমিকা	২১

প্রথম অধ্যায় : নবিজীবনের মুঠো মুঠো সৌরভ

জন্ম থেকে নবুওয়ত	৩৩
নবুওয়ত থেকে হিজরত	৩৮
রাসুল এলেন মদিনায়	৪২
একনজরে সিরাতুন্নবি	৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রিয় নবির দৈহিক বৈশিষ্ট্য

হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহর দৈহিক বৈশিষ্ট্য	৬৩
একনজরে রাসুলুল্লাহর দৈহিক বৈশিষ্ট্য	৭২

তৃতীয় অধ্যায় : প্রিয় নবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হাদিসের আলাকে রাসুলুল্লাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৭৭
একনজরে রাসুলুল্লাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	১০১

চতুর্থ অধ্যায় : জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

জিহাদের পরিচয়	১০৭
কুরআনের বয়ানে জিহাদ	১১০
হাদিসের বয়ানে জিহাদ	১২৫

পঞ্চম অধ্যায় : প্রজন্ম বিনির্মাণে রাসুলুল্লাহর কর্মপদ্ধতি

রাসুলুল্লাহ মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম আদর্শ	১৪৩
সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন	১৪৫
যোগ্যতার বিচারে দায়িত্ব বণ্টন	১৪৭
যোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ	১৫০
গুণ ও দক্ষতার প্রতি মনোযোগ, দোষ ও ঘাটতি উপেক্ষা	১৫২
অপরাধীকে শুধরে ওঠার সুযোগ দান	১৫৪
নববি তারবিয়াহর দুটি অমূল্য মূলনীতি	১৫৫

উপসংহার : বিজয়ের কারণ ও উপকরণ

প্রিয় নবির জিহাদি জীবন	১৬১
বিজয়ের কারণ ও উপকরণ	১৬৩
▸ আদর্শ নেতৃত্ব	১৬৪
▸ আদর্শ সেনাবাহিনী	১৭৬
▸ ন্যায় যুদ্ধ (Just War)	১৮৫